ভুখা চাষী জনতার উপর কংগ্রেসী পুলিশের লাঠিচালন

১৩টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মন্ত্রীদের দেখা করতে অসম্মতি-নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা | শুক্রবার, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১, ২১শে ভাদ্র ১৩৫৮ | মূল্য—দুই আনা

(সংবাদদাতা)

গত ২৮শে আগষ্ট সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ও ২৪ পরগণা ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের যুক্ত নেতৃত্বে পরিচালিত প্রায় ৩০০০ কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের এক ভুখা মিছিলের উপর কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ২৪ পরগণার জয়নগর ও মগরাহাট থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামবাসীদের তরফ হতে স্থানীয় খাদ্যব্যবস্থার কথা প্রায় দেড়মাস হ'তে মন্ত্রীদের জানান সত্ত্বেও কোন প্রতিকার করা তো দূরের কথা গ্রামবাসীদের দাবীর উত্তর দেওয়াও বর্ত্তমান শাসক গোষ্ঠীর বিবেচনায় আসেনি। সর্বশেষে ১৩টি ইউনিয়নের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরা পঃ বাঃ প্রধান মন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীকে একে একে আবেদনে লিখিতভাবে জানান যে, জয়নগর মগরাহাট থানার অন্তর্ভূক্ত গ্রামবাসীরা খাদ্যের সংকটে যে ভয়াবহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে অনতিবিলম্বে অন্ততঃপক্ষে আংশিক রেশন প্রথা চালু করা; কর্ডন ও করিডর প্রথা প্রত্যাহার এবং জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত কমিটির হাতে খাদ্য-বণ্টনের ভার দিতে হবে। ঐ আবেদনে ২৮শে আগষ্ট এক ভূখা মিছিলএর প্রতিনিধিদের সঙ্গে মন্ত্রীদের সাক্ষাতে আলাপ আলোচনার কথাও উল্লেখ করা হয়।

সুদূর পল্লীগ্রাম হতে ভুখা চাষীরা ২৮শে আগষ্ট সকাল হতেই জয়নগর মজিলপুর রেল ষ্টেশনে জমায়েৎ হতে থাকে—সেখান হতে রেল পথে শিয়ালদহ ষ্টেশনে বেলা প্রায় ২৷৷০ টার সময় পৌছায়। বেলেঘাটা রোডের উপরে ভুখা চাষীদের জনতা এক সংঘবদ্ধ শোভাযাত্রায় 'ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের' 'ক্ষেতমজুর ফেডারেশণের ও ভুখা মিছিল প্রভৃতির ফেষ্টুন; খাদ্যবস্ত্রের ও জমিব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের দাবীতে পোষ্টার [illegible] হয়।

সময়
.য়
.এর
গদী
চাই,'
খাতে
ন—
ণ্টার
ভূতি

লালবাজারের সামনে পুলিশী কর্ত্তা-ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী ভুখা মিছিলের পথ রোধ করে এবং তাঁদের বক্তব্য পেশ করার পথে বাধা জন্মায়। পুলিশ কর্ত্তাদের কাছে মিছিলের পথ ছেড়ে দেওয়ার সমস্ত আবেদন ব্যর্থ হওয়ায় ভুখা মিছিলের অন্যতম নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন কিন্তু প্রধান মন্ত্রী জনতার দাবী শোনার মত সাহস না ক'রে ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর মারফৎ জানান যে মিছিল কারীরা চলে না গেলে প্রতিনিধিদের সাথে এমনকি সাক্ষাৎ করতেও তিনি রাজী নন। বাধ্য হয়ে মিছিলকারীরা রাস্তার উপর বসে পড়েন এবং মুহু মুহু তাঁদের দাবীর আওয়াজ তুলতে থাকেন।

পুলিশের একজন বড়কর্ত্তা এমন সময় মিছিলকারীদের অন্যতম নেতা কমরেড নীহার মুখার্জীকে জিজ্ঞেস করেন মিছিল-কারীরা হঠাৎ বসে পড়ল কেন? কমরেড মুখার্জী জবাবে বলেন ভুখা চাষী খাদ্যের দাবী জানাতে রাজধানীর রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে. দাবী জানাবার জন্যই বসেছে। পুলিশীকর্ত্তা প্রশ্ন করেন কতক্ষণ এভাবে চলবে? কমরেড মুখার্জী জবাবদেন যতখন না মন্ত্রীদের টনক নড়ে।

পুলিশ কমিশনারের হুকুমনামা নিয়ে এমন সময় একজন কর্ম্মচারী পুলিশী কর্ত্তাদের জানালে একজন বড়কর্ত্তা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীকে বলেন আপনারা এখান হতে চলে না গেলে আমি আপনাদের গ্রেপ্তার করবো। উত্তরে কমরেড ব্যানর্জী দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন চাষীদের ন্যায্য দাবী নিয়ে এসেছি তাতে গ্রেপ্তার করুণ, গুলী করুণ, ফাঁসী কাঠে ঝুলান আমরা নড়ছি না।

২৮শে আগষ্ট ২৪ পরগণার ভূখা মিছিল ডালহৌসীর সম্মুখে লালবাজারে পুলিশ ব্যারিকেড দ্বারা আটক

ক্ষুব্ধ ভুখা জনতার এই সমাবেশ পুলিশকে ত্রস্ত ক'রে তোলো। চারিদিকে ঘোড় সওয়ার বাহিনী, টিয়ারগ্যাস বাহিনী, সাধারণ কনষ্টবল, অফিসার মোতায়ন করে এক যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্যের অবতারণা করে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ নিরস্ত্র, শান্ত ভুখা চাষী শোভাযাত্রীদের উপর ছাপিয়ে পড়ে এবং নেতৃ-স্থানীয় পনর জনকে পুরোভাগ হতে গ্রেপ্তার করে প্রিজনভ্যানে তোলে এবং সমানে লাঠি চার্জ করতে থাকে।

আক্রমণের প্রথম দাপটে মিছিল ছত্র-ভঙ্গ হলেও অল্প সময়ের মধ্যে আবার নিজেদের সংগঠিত করে নিয়ে বেনটিঙ্ক ষ্ট্রীট ধরে চৌরঙ্গি দিয়ে ময়দানে সমবেত হয়।

ময়দানে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন এস, ইউ, সি'র ২৪পরগনা জিলার সম্পাদক কমরেড অপরেশ চাটার্জী। সভায় পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদ, ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী; এস, ইউ, সি'আই-এর নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী, পাঁচুগোপাল কঁ্যাসারী, বীরেন ব্যানার্জী, মনিমোহন দে, তাবারোক মোল্লা, শান্তিময় পাল, অজিত হালদার, সুধীরকুমার অধিকারী, অনিল সেন, শীতেশ দাসগুপ্ত, তাপস দত্ত, পূর্ণদেও সিং, রণজিৎ ধর, অবনী কর্ম্মকার প্রমুখ নেতাদের মুক্তির দাবী এবং আরও সুসংগঠিত ও বৃহত্তর আন্দোলনের অঙ্গীকার ক'রে এস, ইউ, সি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের সম্পাদক কমরেড সুধীর ব্যানার্জী, ইয়াকুব পৈলান, নিরেন্দু ব্যানার্জী, সুকোমল দাসগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

সভা শেষে একটি শোভাযাত্রা করে ধর্মতলা ষ্ট্রিট ধরে সার্কুলার রোড দিয়ে ভুখা চাষী জনতা শিয়ালদহষ্টেনেশযয়া এবং সেখান হ'তে নিজ নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

গত ২৫শে আগষ্ট ফরোয়ার্ডব্লকের উদ্যোগে হাওড়ার ভূখা জনতার এক মিছিল তাদের দাবী জানাতে চেষ্টা করায় তাদের উপরও এইভাবে পুলিশী সন্ত্রাসন নেমে আসে—নেতাদের গ্রেপ্তার ও শোভাযাত্রার উপর গুলি গ্যাস, ও লাঠি চালান হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর দলকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের জন্ম এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। এদেশের বিভিন্ন তথাকথিত মার্কসবাদী দলগুলি যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে হয় বস্তাপচা সংস্কারবাদ কিংবা অতিবিপ্লবী উগ্রবাদ অথবা ঘোমটাঢাকা ট্রটস্কিবাদের ধ্বজা ওড়াচ্ছিল, তখন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার আমাদের দেশে একটী সাচ্চা ও যথেষ্ট শক্তিশালী শ্রমিক শ্রেণীর দলের অভাব পূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে জন্ম নেয়। এই ধরণের বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দল গঠনে যে মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় তা না করার জন্যই ভারতবর্ষের অন্যান্য শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির ব্যর্থতা। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সে ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দিতে নারাজ; তাই সে দল গঠনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে চলেছে তাতে অগ্রগতি যতই মন্থর হ'ক না কেন। সুতরাং দলের সভ্যদের এক মুহূর্ত্তও ভুললে চলবে না, কি গুরু দায়িত্ব তাঁদের ওপর নির্ভর করছে—সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সফলতা বিফলতার ওপর নির্ভর করছে ভারতবর্ষে সাচ্চা শ্রমিক শ্রেণীর দল গঠনের সফলতা বিফলতা, আগামী ভারতীয় বিপ্লবের ভবিষ্যৎ; কারণ বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দল ব্যতীত বিপ্লব জয়যুক্ত হ'তেই পারে না।

এই বিরাট কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ রেখে দলের প্রত্যেকটি কর্মীর নিজেকে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দলের সভ্যের উপযুক্ত হিসাবে গ'ড়ে তুলতে হবে। মার্কসবাদী দলের সভ্য হবার সর্বপ্রথম সর্ত হল—মার্কসবাদ লেনিনবাদকে জীবন দর্শন হিসাবে গ্রহণ করা। মার্কসবাদ হ'ল এক সর্বাত্মক দর্শন; জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায় ভাবনায় গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশে এক জাতের নামধারি মার্কসবাদী আছেন যাঁরা বলে থাকেন—মার্কসবাদ অর্থনীতি, রাজনীতি আর বড় জোর সমাজনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; এ-ছাড়াও জীবনের আর যে সব দিক আছে যেমন শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি সেখানে মার্কসবাদের স্থান নেই, তা চলে আপন নিয়মে নিজ নিজ রীতি নীতি অনুযায়ী। মার্কসবাদকে এ ধরণের বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা আর যাই হ'ক মার্কসবাদ নয়। মার্কসবাদ হ'ল এক সার্বিক দর্শন; একমাত্র যার সাহায্যেই বিশ্বের সমস্ত কিছু ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আর শুধু তাই নয়, পরিকল্পিত সত্যের দিকে জগতকে পরিবর্ত্তিত করার অস্ত্রও বটে এই মার্কসবাদ। তাই ধ্যান ধারণা, ভাবনা, চিন্তা, কাজকর্ম্ম প্রতিটি ক্ষেত্রেই মার্কসবাদী নীতি অনুসরণ করতে হবে। তবেই হওয়া সম্ভব সঠিক মার্কসবাদী। একথা অবশ্য ঠিক, কেউ রাতারাতি পূর্ণ মার্কসবাদী হতে পারে না; জীবন ভোর তাঁর চলে সাধনা। প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে মার্কসবাদী বলে প্রমাণ করতে হয়—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চলে তাঁর শিক্ষা, সম্পূর্ণতার প্রস্তুতি।

আর এই শিক্ষা শুধু কেতাবী শিক্ষা নয়। মার্কসবাদ dogma নয়, ছক কাটা বাঁধা সড়ক তার নেই, তা হল জীবন্ত দর্শন; তাই তার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক জীবনের সঙ্গে, জীবনের সমস্যার সঙ্গে। পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য তার প্রয়োগ হয় ভিন্ন। মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনলব্ধ অভিজ্ঞতার সমষ্টি। যে অভিজ্ঞতা তার মূলসূত্র, তার যুক্তি বিজ্ঞান করায়ত্ত করার জন্য অবশ্যই যে সমস্ত অমূল্য সম্পদ পুস্তকাকারে রক্ষিত আছে তা পড়তেই হবে, উপলব্ধি করতে হবে, তাকে নিজের চিন্তায় রূপায়িত করতে হবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুললে চলবে না simply to be an intellectual is not to be a Marxist. কি পথ অবলম্বন করলে, কেমন করে প্রয়োগ করলে মার্কসবাদকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়, তার জন্য নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করা মার্কসবাদী হওয়ার পক্ষে একান্ত দরকার। তাই তো ঘরে বসে মার্কসবাদের জাহাজ হয়ে মার্কসবাদী হওয়া যায় না; তা হতে হলে চাই সাচ্চা মার্কসবাদী দলের কাছে নিজেকে স্বার্থহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া, তার নির্দ্দেশে নিজেকে চালিত করা। এই দলই যেমন পাঠ্যসূচী বই, তার নিজের প্রকাশিত সাহিত্য এবং পাঠচক্র আলোচনা সভা মারফৎ চিন্তাগত জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে তেমনি ব্যবহারিক কাজের মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার সুবিধা দিয়ে নব জ্ঞান আহরণে সাহায্য করবে। এমনি করেই দল তার কর্মী গড়ে। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার কর্মীদের এই ভাবেই গড়ার চেষ্টা করছে। সভ্যদের চেষ্টা করতে হবে সেই সুযোগের পূর্ণতম সুযোগ নিয়ে নিজেদের আদর্শ কর্মী হিসাবে গড়ে তোলায়। দলের যে পাঠ্যতালিকা আছে তা যৌথ ভাবে পড়া, দলের সাহিত্য নিয়ে আলাপ আলোচনা, দলের শিক্ষা ক্লাসগুলিতে মনোযোগ সহকারে যোগদান করা, দলের নির্দেশ অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রে সংযুক্ত থেকে প্রত্যক্ষ গণ আন্দোলনে যুক্ত থাকা আর দলের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করা—এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলুন। ইতিহাস এই দাবী করে আপনাদের কাছে।

শুধু শিক্ষা নয়, শিক্ষার ধারার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। পাঠচক্রগুলি যদি গতানুগতিক ভাবে চালিত হয় তাহলে নতুন শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়বে প্রধান বক্তার মুখাপেক্ষী, স্বাধীন চিন্তাশক্তি তাদের ক্ষুণ্ণ হবে। ফলে দলে অন্ধ আনুগত্য, যান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ এবং আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব জন্ম নেবে। তাই পাঠচক্রের পরিচালনাও করতে হবে দ্বান্দ্বিকভাবে। সে প্রক্রিয়া একমাত্র সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারই করে চলেছে। এই কারণেই প্রত্যেকটি কর্মীর সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান দলের সাধারণ জ্ঞানে রূপ নিতে পেরেছে। অন্যান্য দল যে কারণে দুভাগে বিভক্ত; যার এক ভাগে থিউরির সঙ্গে সম্পর্কহীন নিছক বাস্তব অন্ধ কর্মী ও অন্যভাগে বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন abstract theoretician, সে কারণ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার চিরতরে দূর করেছে তার শিক্ষা প্রণালীর সঠিকতার মধ্য দিয়ে। এই কারণেই আমাদের চিন্তাধারা ইতিহাসের কষ্টি পাথরে অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু সঠিক চিন্তাধারা হলে হবে না; genuine working class Party হলেই হবে না তাকে effective হতে হবে। ভারতবর্ষের বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনতাকে সংগঠিত করে বিপ্লব সফল করার শক্তি তার থাকতে হবে। এই শক্তির উপরই নির্ভর করছে চিন্তাধারার অভ্রান্ততার কার্য্যকারীতা। কারণ যতই সঠিক হ'ক না কেন মতবাদিক অভ্যাস, তাকে যদি দেশের প্রতিটি কোণে পৌঁছে না দেওয়া যায় তাহলে তার কার্য্যকারীতার কি মূল্য রইল বাস্তবে। তাই তো কমরেড ষ্ট্যালিন বলেছেন—"after the correct political line has been laid down, organisational work decides everything including the fate of the political line itself, its success or failure," আর এই সাংগঠনিক কাজ বলতে বোঝায়—দলের প্রতিটি কর্মীর সঙ্গে কাজ, সমর্থকদের কাজে উৎসাহিত করে তোলা, অসংখ্য জনসাধারণকে দলের পতাকা তলে টেনে নিয়ে আসা। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের প্রতিটি কর্মীর এখন এই কর্ত্তব্যটি সবচেয়ে বেশী দরকার। কর্মীর অভাবে আমরা ভুগছি; সেই কর্মী-সৃষ্টির কাজেই দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। জনসংগঠনগুলির মধ্যে চূড়ান্তভাবে প্রচার চালিয়ে, প্রতিটি গণ আন্দোলনের পুরোভাগ থেকে, বৃহৎ জনসমষ্টিকে দলের সম্বন্ধে উৎসাহিত করে, নিজেদের ব্যবহারের দ্বারা নতুন কর্মীদের উৎসাহিত ক'রে, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিতর দিয়ে দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি দূর করে, সর্বশেষে সভ্যসংগ্রহ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক নির্দেশকে কার্য্যকরী করে তুলে দলের বিজয় যাত্রাকে দ্রুততর করে তুলুন। আমরা স্বীকার করি, আমাদের দল ছোট। তা আমাদের লজ্জার কথা নয়—আমাদের গৌরবের কথা। আমরা মার্কসীয় পদ্ধতিতে দল গড়ে চলেছি, চিন্তা ধারা আমাদের সঠিক, কর্মক্ষমতা ও নিষ্ঠায় আমরা খাঁটী বলশেভিক। কমরেড মাওসেতুঙের চীনা কমুনিষ্ঠ পার্টির আরম্ভ পঞ্চাশ জন নিয়ে; চার বছর বাদে সভ্য সংখ্যা তার দাঁড়ায় ৯০০। আর আজ? সঠিক চিন্তাধারা ও রণকৌশলের প্রয়োগে আজ তা বিশ্বের শোষিত শ্রেণীর গৌরবের বস্তু। চীনা কমরেডদের নিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত আমরা—জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। দ্রুতহারে দল বাড়িয়ে তুলুন—শ্রমিক কৃষক বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর প্রাণে বাঁচার সংগ্রামের উৎসাহ জাগিয়ে তুলুন।

সর্বশেষে মনে রাখতে হবে দলকে গ্র্যানাইট কঠোর করে তুলতে হলে "Development of inner Party democracy is the Cardinal Condition…Wherever the principle of election and reporting back by Party bodies is strictly observed, criticism and self—criticism widely practised, where every member is given a definite assignment and is responsible to the Party for carrying out this assignment,—given these conditions, there are all the prerequisites for deepening the consciousness of the members, for stimulating their activity… Comrade Stalin teaches that Party democracy means precisely increasing the activity and consciousness of the Party masses, the Systematic drawing in of the Party masses not only into discussion but also into directing the Work" [For a Lasting Peace, f- a Peoples, Democracy No
করতে হ
—"…
in Stru
for carr
model
Leninist
নির্দেশ আ
ক'রে ভা
জাতীয় স্বা
কাজকে ত

রানের তৈল রাজনীতি

গত পাঁচ মাস ধরে ইরাণের তৈল-শিল্পের জাতীয়করণ নিয়ে টালবাহানা চলছে। একদিকে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, মার্কিণ ও ইংরাজদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একটার না একটার সঙ্গে ইরাণের ধনিক শ্রেণীর লেজুড়পনা অন্যদিকে রয়েছে ইরাণের সংগ্রামী জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি। এই দুই শক্তির, প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির—দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে ইরাণের তৈলশিল্প জাতীয়করণ আন্দোলনের ধারা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ছিল অবাধ কর্ত্তৃত্ব; গোটা অঞ্চলটাই তখন তার প্রভাব-ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। আবার এই সমস্ত দেশের তৈলসম্পদ অতুলনীয়। আমেরিকা ও সোভিয়েট ছাড়া পৃথিবীর আর কোন অঞ্চলে এত প্রচুর তেল নেই। ফলে বৃটিশ ব্যবসায়ীর দল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তৈলখনিগুলির প্রায় একচেটে মালিক হিসাবে জেঁকে বসলো। এই জেঁকে বসার ইতিহাসও সেই চিরচারিত সাম্রাজ্যবাদী প্রথা—বলপ্রয়োগ ও ভীতি-প্রদর্শনের প্রথা। যেহেতু এই সমস্ত রাষ্ট্র দুর্বল এবং সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় শাসিত হত, সেই সুযোগে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ কোথাও ভয় দেখিয়ে, কোথাও দেশের সুলতানদের ঘুষ খাইয়ে তৈলখনিগুলি হাত করে নিল। পারস্পরিক চুক্তির নামে যে সর্ত্তনামা রচিত হ'ল তা আদৌ পারস্পরিক নয়, তা সম্পূর্ণরূপে একতরফা। এই চুক্তিগুলিতে শুধু রইল, বৃটীশ কোম্পাণী দেশের সরকার গুলিকে এত করে টাকা দেবে প্রতি বছরে তার পরিমাণ। এই টাকার পরিমাণ যেমন নগণ্য মোট বাৎসরিক লাভের তুলনায়, তেমনি কোম্পাণী তৈলখনি অঞ্চলগুলিতে সর্বেসর্বা হয়ে পড়ল সর্ত্তের জোরে। এই ভাবে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে রইল আর একটি রাষ্ট্র। তাই দেখা যায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কোম্পাণীর এক্তিয়ারভুক্ত জায়গায় ইরাণ সরকারের কোন ক্ষমতা নেই; তার আইন কানুন, বিচার আচার, শাসন ব্যবস্থা সব ইংরাজের হাতে। এই ভাবেই বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে কর্ত্তা হয়ে বসল।

তার পর চলল অবাধ শোষণ। বিংশ শতাব্দীতে বসে সভ্যতাগর্বী ইংরাজ-শাসকের দল ইরাণে যে রাজ কায়েম করল তা যেমন লজ্জাকর তেমনি মানবতা বিরোধী। আমাদের দেশের চা বাগানের ইংরেজ প্রভুদের স্বৈরাচারী দাপটের সঙ্গে তার কতকটা মিল আছে। যদিও অত্যাচার ও নিপীড়নের দিক থেকে ইরাণে তা আরও তীব্র। প্রকাশ্য আইন সঙ্গত ভাবে মানুষ গরু-ছাগলের মত কেনা বেচা হতে লাগল; এই ক্রীতদাসদের জীবনের কোন দাম আইনে স্বীকৃত হল না; ইংরাজ প্রভু ইচ্ছা করলে তাকে মেরে ফেলে দিতে পারে—বিচার তার হবে না; মেয়েদের ইজ্জত ও ধর্ম্ম হয়ে উঠল সাহেব কর্ত্তাদের খেয়ালের সামগ্রী। এই মর্মান্তিক অত্যাচারের সঙ্গে চলল অবাধ লুণ্ঠনের পালা। ইরানী জনসাধারণ রক্তশোষণে কঙ্কালসার, ভিক্ষুকে পরিণত হল, ইংরেজ ব্যবসায়ীর দল মুনাফার পাহাড় লুটে চলল আর তা থেকে কণা মাত্র ছেড়ে দিল শাহের ভোগ বিলাসের জন্য। শাহ নবাবী আরামে গা ভাসিয়ে দেশ শাসন করতে লাগল।

এ অবস্থা চলল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত। তারপর যুদ্ধ শেষ হলে দেখা গেল একদিনের সেই সর্বশক্তিশালী প্রচণ্ড বৃটীশ সিংহ দুর্বল হ. পড়েছে। মার্কিনী ব্যবসায়ীরদল বুড়ো সিং... মুড়ে দিয়ে সর্বত্র নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে তার ঢেউ এসে লাগল। বেধে গেল সেখানে দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থসংঘাত। উভয়েই বোড়ের চালে উভয়কে কাবু করতে চাইল—দেশীয় ধনিক শ্রেণী, বর্ত্তমান বিশ্বশ্রেণী সমাবেশের সময়, সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালীর তল্পিদার; ইরাণেও তাই। শুধু তফাৎ হল—এই তল্পিদার শক্তির একাংশ রইল পুরাণ প্রভু ইংরেজের সঙ্গে অন্যাংশ এল মার্কিন ধন-কুবেরদের দিকে। এই দুই দল হল দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বোড়ে—এদেরই সাহায্যে একে অন্যকে হটিয়ে তৈল সম্পদ করায়ত্ত করতে চলেছে। এই গেল এক দিকের কথা।

অন্যদিকে অত্যাচারে জর্জরিত ইরাণী জনসাধারন শ্রমিক চাষী মধ্যবিত্ত উত্তরোত্তর অতিষ্ঠ হয়ে পড়তে লাগল সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততান্ত্রিক ও দুর্বল দেশীয় পুঁজিবাদের শোষণে। যুদ্ধোত্তর যুগের ধনতান্ত্রিক সংকট হতে বাঁচার জন্য শোষক গোষ্টি বাড়িয়ে দিল শোষণ মাত্রা বেকারী ছাটাই বেড়ে চলল, জীবন ধারনের মান ক্রমশঃ নামতে লাগল, সমস্ত দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড় পড় হল। এর ওপর এসে দেখা দিল সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের ভৃত্য দেশীয় ধনিক শাসক শ্রেনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি। জনসাধারণ অর্দ্ধমৃত হয়ে পড়ল। ঠিক প্রাকযুদ্ধ অবস্থার তুলনায় আজ ইরাণে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের দাম শতকরা ১৫০০ হ'তে ১৬০০ গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। এই বৃদ্ধির পরিমান সহজেই অনুমান করা যাবে যদি আমরা মনে রাখি আমাদের দেশের চেয়ে এই বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ। এক ইস্পাহানে মোট শ্রমিকের শতকরা ৭০ জন বেকার হয়ে পড়েছে। অসংখ্য ছোট খাট ব্যবসাদার ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। সংকটের ধাক্কায় লাখ লাখ চাষী কর্মহীন হয়ে চাকরীর আশায় সহরে এসে বেকারের সংখ্যা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের দল সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছে। তারা পরিষ্কার বুঝেছে—সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ টিকে থাকতে তাদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি নেই। তাই তারা আওয়াজ তুলেছে—সাম্রাজ্যবাদ ইরাণ ছাড়; বৃটীশ অ্যাংলো ইরানিয়ান কোম্পানী ছাড়, আমেরিকা বেহেরিনদ্বীপ তৈলখনি ছাড়। এইভাবে ইরাণে দুইধারায় জাতীয়করণ আন্দোলন চলছে। একধারার লক্ষ্য হল মার্কিন কোটিপতিদের হাতেহাত মিলিয়ে চলা, জাতীয় করণের নামে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ টিকিয়ে রাখা। অন্যধারা চায় তৈল সম্পদ প্রকৃত জাতীয় হবে, দেশের লোক শোষণ মুক্তহবে, দেশ প্রকৃত স্বাধীন-হবে, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ কোন রকমেই সহ্য করা হবে না।

প্রথম ধারার নেতা ডাঃ মৌসাদ্দেক। আমেরিকার "Standard oil of New Jersey" ও "Socony Vacuum Oil Company"র বহুদিনের লোভ বৃটীশের অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানী গ্রাস করা। বহুপূর্বে তারা কৌশলে মোট তৈলোৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ কিনে নিতে সক্ষমও হয়েছে। এতে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনের ক্ষুধা মেটে নি; তাই সে আরও বেশী ভাগদাবী করল। কিন্তু বৃটীশ সিংহই বা শুনবে কেন; তাই মার্কিনের এই দাবী সে প্রত্যাখান করল—অ্যাংলো ইরানিয়ান কোম্পানী সরাসরি মার্কিন কোম্পানী দুইটির দাবী অগ্রাহ্য করল। তারপর থেকে চলল বোড়ের খেলা। আমেরিকার সমর্থক কাভামকে প্রধানমন্ত্রী করল ইরাণের মজলিস অর্থাৎ পার্লামেণ্ট মার্কিন কর্ত্তাদের দ্বারা চাপে পড়ে ও অন্যান্য বিষয়ে তৃপ্ত হয়ে। কাভাম মন্ত্রী হয়েই এক আইন করলেন যাতে বলা হল "দক্ষিনের তৈলসম্পদ ইরাণবাসীদের হাতে আনতে হবে।" বৃটীশ বুঝল চালে সে হেরে গেছে। সে ও উল্টা চাল চালল। ক্ষমতা পেল বৃটীশ তাঁবেদার মহম্মদ শফি; নতুন করে সর্ত্তনামারচিত করতে চাইল। সে বলল'রেজাশাহের সুলতানীর আমলে ১৯৩৩ সালে যে চুক্তি হয়েছিল যারফলে কোম্পানী ইরাণ সরকারকে ৯০ লাখ পাউণ্ড (বাৎসরিক নীট লাভ ৮ কোটী পাউণ্ড) দিত তা তারা দ্বিগুণ করে দিতে প্রস্তুত আছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল মহম্মদ শফিদের মন্ত্রীমণ্ডলীর অর্থনীতি দপ্তরের মন্ত্রী গলসয়ান ও অ্যাংলো ইরানিয়ান কোম্পানীর প্রতিনিধি গ্যাসের মধ্যে। এইচুক্তি মার্কিন প্রভাবান্বিত মজলিস প্রত্যাখান করল। তার পর থেকে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ চেষ্টা করে চলল মজলিসকে হাত করতে। প্রধান মন্ত্রী হলেন বৃটীশ সমর্থক, রাজমারা। মধ্যপ্রাচ্য দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার মার্কিন সহঃ স্বরাষ্ট্র সচিব জর্জ ম্যাকৃঘি, ইরাণে পদার্পন করলেন। রাজমারা আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালেন। ক্ষমতায় এলেন ডাঃ মৌসাদ্দক, মার্কিন সমর্থক। নতুন সর্ত্তনামা তিনি প্রত্যাখান করলেন। বিপদ বুঝে ইংরাজ রাজনীতি-বিদরা ছুটলেন ওয়াশিংটনে, শলাপরামর্শে ঠিক হল—অ্যাংলো ইরানিয়ান কোম্পানী আধাআধি বখরায়, অ্যাংলো আমেরিকান ইরানিয়ান কোম্পানী হবে, ট্রুম্যানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হ্যারিম্যান ইরাণে মধ্যস্থতা মিশন নিয়ে এলেন, মার্কিন দূত গ্রাডি রইলেন। চাপ পড়ল মৌসাদ্দকের ওপর তিনি রাজী হলেন বৃটিশদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাবার। সুর নরম হল; তিনি জানালেন ইরাণ আগের বিশেষজ্ঞদের রাখবে, আগের মালিকদের তেলও বেচবে শুধু তিনি জাতীয় করণ করতে চান। অর্থাৎ সোজা কথায় তিনি জাতীয় করণ বলতে সত্যি যা বুঝায় তা তিনি করতে নারাজ।

জনসাধারণ বুঝতে পারল বিশ্বাস-ঘাতকতার চক্রান্ত চলছে। এক লাখ সাধারণ ইরাণবাসী তেহরাণে প্রতিবাদ মিছিল বার করল। ডাঃ মৌসাদ্দক গুলি চালিয়ে শত শত দেশবাসীকে মারলেন। জনতা ক্ষান্ত হল না। দিনের পর দিন জনতার আন্দোলন বাড়ছে—সত্যিকারের জাতীয়করণের দাবী গড়ে উঠছে।

পড়ুন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের ইংরাজী মুখপত্র

Socialist Unity

৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

পয়লা অক্টোবর হতে সারা ভারত ব্যাপী ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধ

ধর্ম্মঘট সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি ইউনিটে ব্যাপক প্রস্তুতি

(সংবাদ দাতা)

নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির কানপুর অধিবেশনে ১লা অক্টোবর হ'তে সারা ভারত ব্যাপী ব্যাঙ্ককর্মচারীদের ধর্মঘট চালাবার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার প্রস্তুতি উপলক্ষে গত ২৫শে আগষ্ট কলিকাতার ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এক বিরাট মিছিল হয়। এই মিছিলের পর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির সভাপতি, কমরেড প্রভাত করের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সভায় সভাপতি ছাড়াও কমরেড তারা দাস, তুষার চক্রবর্ত্তী, রামদাস দত্ত, সুবোধ ব্যানার্জী, মোহন মজুমদার প্রভৃতি আরো অনেকে বক্তৃতা করেন। অধিকাংশ বক্তাই ধর্মঘট সফল করতে হলে সাংগঠনিক প্রস্তুতি কি ভাবে গ'ড়ে তোলার দরকার সেই বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

যে চার্টার অফ ডিম্যাণ্ডের ভিত্তিতে ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুতি চলছে তাতে মাহিনা, ভাতা, বোনাস, প্রভিডেন্টফাণ্ড, গ্রাটুয়িটি, পেন্সন্, ছুটী, কাজের সময়, চাকুরীর সর্ত্ত প্রভৃতি সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে সমস্ত কর্মচারীকে ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। কোন গ্রেডের কত মাহিনা হবে তা নীচের তালিকায় দেখান হল।

প্রথম গ্রেড (সাব অর্ডিনেট স্টাফ)
১০৩-৮৫-৪-১২৫-৫-১৫০

দ্বিতীয় গ্রেড (জেনারেল স্টাফ)
১০০-১০-২০০-১৫-৩৫০

তৃতীয় গ্রেড (সুফারভাইজার স্টাফ)
২০০-১৫-২৭৫-২০-৪৭৫ ইত্যাদি

ভাতার মধ্যে মাগ্‌গি ভাতা, বাড়ী ভাড়া, স্থানীয় ভাতা, যাতায়াত ভাতা, চিলড্রেন এলাউন্স প্রভৃতি আছে। প্রতি ১১ মাস চাকুরীর জন্য ১ মাস প্রিভিলেজ লিভ, বছরে ১৫ দিন ক্যাসুয়েল লিভ, ১ মাস সিক লিভ প্রভৃতি ছুটীর দাবীর মধ্যে প্রধান।

কলিকাতার প্রতিটি ব্যাঙ্কে সাংগঠনিক প্রস্তুতির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গ্রুপ মিটিং, জেনারেল মিটিং, আঞ্চলিক সভা প্রভৃতি করা। এই সমস্ত সভা সমিতিতে চার্টার অফ্ ডিমাণ্ডকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার এবং প্রতিটি সাধারণ কর্মচারী যাতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে শোনা গেল। আন্দোলন সঠিক ভাবে পরিচালিত করতে হলে সাধারণ কর্মচারীদের আস্থা-ভাজন ও নির্বাচিত সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার দরকার। বাংলা দেশের ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা সে বিষয়েও ভাবছেন।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করে কয়েকটি [illegible] আমার চোখে পড়েছে। সে গুলি সম্বন্ধে সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যদি সজাগ না থাকেন তাহলে শুধু যে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এবার কার আন্দোলন ব্যর্থ হবে তাই নয়, সাথে সাথে তাঁদের সংগঠন ও চুরমার হয়ে যাবে মালিক ও সরকারের মিলিত আক্রমণে। এবারে রেল ধর্মঘটকে যেভাবে জয়-প্রকাশ নেতৃত্ব মাঝ পথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ডুবিয়ে দিয়েছে তাতে দু-চারটি বড় বড় ব্যাঙ্কের কর্মচারী সমিতির নেতাদের ধারণা যেহেতু নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির সভাপতি সেই নেতৃত্বের অন্তর্গত তাই ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগ্রামও শেষ পর্য্যন্ত ধর্মঘটে রূপ না নিয়ে মাঝপথে থেমে যাবে। সুতরাং চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। এই ধরণের মনোভাব সংগ্রামের প্রস্তুতির চূড়ান্ত ক্ষতিকারক এবং কর্মচারীদের প্রতি এক ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা। যদি নেতৃত্ব বুঝেই থাকে ধর্মঘট ছাড়া কর্মচারীদের ন্যায় সঙ্গত ও ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার অন্য কোন উপায় নেই তাহলে মনে প্রাণে ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আর তা না করে বক্তৃতামঞ্চ হ'তে সংগ্রামের জ্বালাময়ী বক্তৃতা আর কার্য্যতঃ তার জন্য প্রস্তুত না হওয়া—এর একমাত্র সাদা অর্থ হ'লো সাধারণ কর্মচারীদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে নিজেদের ব্যক্তি নেতৃত্ব কায়েম রাখার চেষ্টা করা। এই ধরণের দোদুল্যমানতার ফলে ধর্মঘট ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং মারা পড়বে অসংখ্য সাধারণ দল। সুতরাং সময় থাকতেই হবে সাধারণ কর্মচারীদের, ভণ্ড নেতৃত্ব সম্বন্ধে।

দ্বিতীয়তঃ চোখে পড়ল, সংগ্রামী নেতৃত্বের বদলে পরস্প বিচ্ছিন্ন গ্রুপ। পরিষ্কার ভা নেতৃত্বের মধ্যে আর, সি, পি, আ পন্থী) ও কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমোক্ত করেন যেহেতু সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকু ভারত অধিবেশনে ধর্মঘটের প্রস্ত স্থাপিত করেন, সেই হেতু কম্যুনি সে প্রস্তাব যাতে সফল হয় তার জন্য চেষ্টা করছেন না। আর শেষোক্ত মনে করেন প্রথমোক্ত দল তাঁদের উপযুক্ত সহযোগিতা করছেন না। দের দলীয় রেষারেষি বা রাজনীতি সহিত অধিকাংশ সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারী কোন সংশ্রব ও স্বার্থ নেই। সুতর তাঁদেরই প্রতিকার করতে হবে সংগ্রামে মুখে এই রেষারেষি ও পরস্পরের প্র অবিশ্বাস। তা করার উপায় একটি সাধা কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং সেই অনুযায়ী দৈনন্দিন কাজ করে যাওয়া সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য। এই কাজের মাধ্যমে প্রমাণ হবে—নেতৃত্বের সততা। যদি ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা এ বিষয়ে সতর্ক না থাকে এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে কর্মচারীদের সাধারণ স্বার্থের জন্য একত্রিত হতে বাধ্য করতে না পারেন তাহ'লে বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যাবে। অতএব পশ্চি বাংলার ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এখনই গুরুত্ব বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে।

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ইউনিয়নগুলি আজও সাধারণ কর্মচারীদের উৎসাহিত করে তোলার মত কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করে নি। ভুলে গেলে চলবে না সংগ্রামের প্রধান শক্তি সাধারণ কর্মচারীর দল, নেতৃ যতই জঙ্গী হ'ক না কেন সাধারণ কর্মী যদি সক্রিয় করে তোলা না যায় তাহ' সংগ্রাম সফল হতে পারে না, আর পারা না পারা নেতৃত্বের যোগ্যতা যা এর একটা পরীক্ষাও বটে। এই প উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রত্যেকটি ইউনিটে সাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আমলা মনোভাব নিয়ে উপর থেকে সংগ্রাম

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনী বোর্ডের উদ্যোগে

বিরাট জনসভা

গত ১৯শে আগষ্ট ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের উদ্যোগে হাজরা পার্কে বিকাল ৫।০টায় গণদাবীর প্রধান সম্পাদক কমরেড সুবোধ ব্যানার্জ্জীর সভাপতিত্বে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে এক বিরাট জনসভা হয়।

সভার প্রধান বক্তা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ আগামী নির্বাচনে জনসাধারণের কর্ত্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে "ক্ষমতা দখল", "জনসাধারণের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন", জনরাষ্ট্র কায়েম", "সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা" প্রভৃতি নির্বাচনের মারফৎ করে দেবেন বলে যাঁরাই বড় বড় স্তোক বাক্য দিচ্ছেন তাঁদের সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হয়ে ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ কংগ্রেসকে যেমন পরাভূত করতে হবে তেমনি ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী মোর্চার আঘাতে ধনিক শ্রেণীর অন্যান্য দল যেমন "কৃষক মজদুর প্রজাপার্টি", "সোস্যালিষ্ট পার্টি" ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গুলির বিরুদ্ধেও সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধীতা করতে জনগণকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। ধনিক রাষ্ট্রের স্বরূপ উদঘাটন করে তিনি বলেন যে বর্ত্তমানে দেশে ধনতন্ত্রের যে কুশাসন রয়েছে এর অবসানের জন্য, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠছে সেই আন্দোলনকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে, ধনিক রাষ্ট্র ও সরকারের স্বার্থ, স্বরূপ ও দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্যকলাপ জন সমক্ষে প্রকাশ করে জনগণের চেতনা বৃদ্ধির জন্য এবং সর্ব্বোপরি এক শ্রেণীর নিরঙ্কুশশাসনের বিরোধীতার জন্যই জনগণের প্রতিনিধিত্বের দাবী নিয়ে এস, ইউ, সি নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জ্জী নির্ব্বাচনে জনস্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য, সত্যকারের প্রতিনিধিকে নির্ব্বাচনের জন্য; নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব পরিচালনা করার জন্য এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে সঠিক প্রতিনিধিত্ব দিতে বাধ্য করা নতুবা ফিরাইয়া আনার জন্য শক্তিশালী গণ-কমিটি গঠনের আহ্বান জানান।

সভায় কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জী, রবি বসু প্রভৃতি শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

নির্ব্বাচনী বোর্ডের পক্ষ হইতে কমরেড নীহার মুখার্জ্জী জনগণকে এস, ইউ, সির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দকে নির্ব্বাচনে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের জন্য আবেদন জানান।

অভুক্ত উলঙ্গ গৃহহীন জীবিকাহীন মানুষের সংগ্রামী

তার পকেট কেটে সেই টাকায় ভোটে জেতার চেষ্টা

★ কংগ্রেস ও চিনির রাজাদের জোট ★

কালোবাজারী ও কৃষক মজুর প্রজা দলের মধ্যে আঁতাত

ণ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ভন্ন দলের, নানা জাতির আঁতাত দিয়ে, আসল রং জনসাধারণের কাশিত হচ্ছে। কংগ্রেস ও অন্যান্য শ্রণীর দলগুলি জনসাধারণকে ভুল মাবার আর একবার গদি দখল দ্দেশ্যে বড় বড় কথার ঝড় উড়িয়ে কংগ্রেসের বক্তব্য হ'ল তারা র যা করেছে তা সোভিয়েট ইউ- করতে পারেনি; এবার ক্ষমতা া যা করবে তা ইতিহাসে অমর বে—কেউ কোন দিন তা কংগ্রেসী মন্ত্রী যিনি একথাটি ছেন তিনি যাই ভেবে বলুন না কেন, দতে ব্যাপারটা সত্যি। চার বছরের মধ্যে কংগ্রেস দেশে একের পর এক দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছে, দেশবাসীকে বিবস্ত্র থাকতে বাধ্য করেছে, কালোবাজারীর অবাধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, বেকারত্ব বাড়িয়েছে, জনসাধারণকে মৃত্যুর দ্বারে ঠেলে দিয়েছে, অসংখ্য দেশবাসীকে খাওয়াপরা ও বাসস্থান দাবী করার জন্য গুলি করে মেরেছে, বিনা বিচারে আটক করেছে, জমিদারী প্রথা অস্ত্রশস্ত্র পাহারায় টিকিয়ে রেখেছে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যহত রেখেছে, দেশকে ইংরাজ মার্কিন সমর কর্ত্তাদের পায়ে বিকিয়ে দিয়েছে, টাটা বিড়লা গোষ্ঠির শোষণের পূর্ণ ক্ষমতা মেনে নিয়েছে—কি করেনি তারা! সোভিয়েট এসব সত্যই পারেনি, কোনদিন পারবে না। সুতরাং কংগ্রেস তো গর্ব করতেই পারে। আর একবার ক্ষমতা হাতে পেলে ভারতবর্ষকে তারা লোকশূন্য করে ছাড়বে—এত বড় কীর্তির কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা না থেকে পারে!

জনসাধারণ কংগ্রেসী রাজত্বের এই সব ব্যাপার ভালভাবে জানে বলেই জোর কদমে প্রচার চালান হচ্ছে, বড় বড় মিষ্ট মধুর প্রতিশ্রুতির খই উড়ছে। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হবে না বুঝে টাকার জোরে জনসাধারণের ভোট কিনে নেবার চেষ্টা চলেছে। বড় বড় চোরাকারবারীর দল টাকার বস্তা নিয়ে কংগ্রেসের পেছনে এসে দাঁড়াচ্ছে। এবারে চোরা কারবারীর দলও কংগ্রেস টিকিট নিয়ে নির্বাচনে নামছে। কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ, চন্দ্রভান গুপ্ত উত্তর প্রদেশের চিনির কলওয়ালাদের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করেছেন। এই কারণেই যখন চিনির রাজাদের কেচ্ছা ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে প্রকাশ হয়ে পড়ল, জনসাধারণ জানল সরকারের পরোক্ষ সহযোগীতায় চিনি কলের মালিকরা ৬ মাসের মধ্যে চোরাকারবারে কয়েক কোটী টাকা কামিয়েছে, কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে বোঝা পড়ার ফলেই চিনির দাম ক্রমশঃ কলওয়ালারা বাড়িয়ে চলেছে, মিথ্যা হিসাব দাখিল করা সত্ত্বেও সরকার কিছু করছে না উপরন্তু তাদের আরও সুবিধা দিচ্ছে তখন বার বার তদন্তের দাবী করা সত্ত্বেও কংগ্রেসী সরকার চিনির কেচ্ছার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করায় নি। এখন আবার একটি গোপন সার্কুলারে চিনি কলওয়ালাদের জানান হয়েছে তারা কন্ট্রোলের চিনিতে মণকরা এক পয়সা এবং খোলাবাজারের চিনিতে বস্তা পিছু একটাকা আদায় করুক। সরকার এ সব ব্যাপার জানা সত্ত্বেও চুপ করে আছে। কারণ এইভাবে জনসাধারণের রক্ত চুষে চিনির কর্ত্তারা যে টাকা লুটছে তার একটা বখরা কংগ্রেস পাচ্ছে নির্বাচন লড়ার জন্য। এর পর সন্দেহ থাকে না—কংগ্রেস ভোটে কাদের ভাল করার জন্য লড়ছে।

কৃষক-মজুর-প্রজা দলের অবস্থাও তাই তারা তারস্বরে বলে চলেছে কৃষক মজুর রাজ প্রতিষ্ঠা করা তাদের লক্ষ্য। যে দল সত্যিকারের কৃষক মজুর রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ে তাকে কি জমিদার, কলওয়াল চোরাকারবারীরা সাহায্য করতে পারে? বড়লোকরা সেই দলকেই সমর্থন করে যে দল তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। কৃষক মজুর প্রজাদলের পৃষ্ঠপোষকরা কারা? তারা কি জমিদার ও ডালমিয়া জাতীয় কোটীপতিরা! আর এদের নেতা কিদোয়াই সাহেব তো পরিষ্কার ভাবে বলেছেন—চোরাকারবারীদের কাছ থেকে তিনি নির্বাচনের জন্য টাকা নেবেন। কোন আশায় এই সব সমাজবিরোধী কায়েমী স্বার্থান্বেষীর দল কৃষক-মজুর-প্রজা দলকে টাকা জোগাচ্ছে? তাদের চোরাকারবারী-রাজের জন্য নিশ্চয়!

দেশবাসীর সচেতন থাকতে হবে এই সব ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর দালালদের সম্পর্কে। প্রতিজ্ঞা নিতে হবে, কংগ্রেস বা কৃষক-মজুর-প্রজা দলের মত প্রচ্ছন্ন ধনিক শ্রেণীর দলগুলির মনোনীত প্রার্থীকে একটি ভোটও দেওয়া হবে না—তা তিনি যত বড় বড় কথা বলুন না কেন আর তাঁর পেছনে যতই জৌলুষ থাকুক না কেন। দলের নীতি দিয়েই বিচার করতে হবে প্রার্থীকে। জনতার দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে জনসাধারণকে। এই কথা বুঝেই জনতাকে ভোট দিতে হবে!

ল চাপিয়ে না দিয়ে কর্মচারীদের ধর্ম্মঘট ন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় করে তুলে র্বাচনের মারফৎ তা গড়ে তুলতে হবে। ই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সংগ্রাম মিটিগুলিতে জঙ্গী কমরেডরা বেশীভাবে ন পান।

চতুর্থতঃ ধর্মঘটের সময় অর্থের প্রয়োজন, এখন থেকেই ষ্ট্রাইক ফাণ্ড সংগ্রহের কাজে জোরদার ভাবে লাগতে হবে; স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে; বিবৃতি পোষ্টার ভৃতির মারফৎ ধর্মঘটের সমর্থনে জনমত ড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চমতঃ পশ্চিম বাংলার একমাত্র কলিকাতাতেই ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কিছু কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। কলিকাতার বাইরে যেখানে যেখানে ব্যাঙ্ক আছে প্রত্যেক জায়গায় সংগঠক পাঠিয়ে বা চিঠিপত্রের মারফৎ ধর্মঘটের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে।

সর্বশেষে ভুলে গেলে চলবে না ভারতবর্ষের সবচেয়ে জোরদার একচেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগ্রাম। ভারতীয় ধনিক রাষ্ট্র তার সাহায্যে আসবেই। সুতরাং সংগ্রাম দীর্ঘকাল ব্যাপী, কঠোর এবং দৃঢ়তা মূলক হবে। প্রতিক্রিয়ার এই আঘাতকে সাংগঠনিক প্রস্তুতি, ইস্পাত কঠোর মনোবল, জমাট ঐক্যবদ্ধতার জোরেই চূর্ণ করা যায়। সেই জাতীয় প্রস্তুতিই ভালভাবে বাঁচার উদ্দেশ্যে করতে হবে। মনমরা, half heart চেষ্টা উন্নততর জীবনধারণের বদলে ধ্বংসই ডেকে আনবে।

বাস্তুহারা পুণর্বাসন

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

গত ২৪শে আগষ্ট বিকাল ৫টায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ইউ সি, আর, সির উদ্যোগে কলিকাতার সহরতলীর ক্যাম্প, কলোনী, ব্যারাক প্রভৃতির বাস্তুহারা প্রতিনিধিগণের এক সভায় পুণর্বসতি সংক্রান্ত পাঁচ দফা দাবী সম্বলিত একটি খসড়া প্রস্তাব আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। বাস্তুহারা পরিষদের অস্থায়ী সম্পাদক, কমরেড জীবনলাল চ্যাটার্জ্জি বাস্তুহারা পুনর্বাসণ সংক্রান্ত আন্দোলনের দুর্বলতা দূর করে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে আহ্বান করেন। কমরেড জ্যোতিষ জোয়ারদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে গত বিফলতায় নিরাশ না হয়ে—বাস্তুহারার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দশ হাজার বাস্তুহারা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠণের আহ্বান করেন। কমরেড অনিল সিংহ পরিষদের তরফ হতে নিম্ন লিখিত পাঁচ দফা দাবী সম্বলিত খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন: বর্তমানে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ পূনর্বসতির সমস্যার ন্যায্য সমাধানের জন্য দাবী করছে যে (১) সমস্ত কলোনীগুলি স্বীকার করে যুদ্ধপূর্ব মূল্যে দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তির ভিত্তিতে জমিগুলি বাস্তুহারাদের মধ্যে বন্দোবস্ত করা হক। (২) যে সকল পতিত ও অনাবাদি জমিগুলি বাস্তুহারাগণ চাষাবাদ করেছেন যুদ্ধ পূর্বহারে তাহা তাঁদের মধ্যে বন্দোবস্ত করা হ'ক। (৩) যে সমস্ত পরিত্যক্ত সামরিক ব্যারাকে বাস্তুহারাগণ নিজের বসতি স্থাপন করেছেন সে গুলিতে নির্দিষ্ট ভাড়ার হারে বাস্তুহারাগণকে থাকতে দেওয়া হ'ক ও ঐ ব্যারাকগুলি সংস্কার করা হ'ক যে পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যবস্থা না হয়। (৪) যে সমস্ত শূন্য বাড়ীতে বসতি স্থাপিত হয়েছে ন্যায় সঙ্গত ভাড়ার ভিত্তিতে তা বাস্তুহারাদের মধ্যে বিলি করা হ'ক। (৫) যে সমস্ত বাস্তুহারা জমির মূল্য বা ভাড়া দিতে বর্তমানে সম্পূর্ণ অসমর্থ সরকার হ'তে তাদের সাহায্য করা হ'ক এবং দুঃস্থ বাস্তুহারাদের সরকারী ব্যয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হ'ক।

এই মূল পুনর্বাসন সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব আলোচনা ছাড়াও পুনর্বাসনে আইনগত বাস্তুহারার সরকারী সংজ্ঞা; কাশ্মীর ও পাক-ভারত সমস্যা; পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদকের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার প্রভৃতির উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনতার আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র হাতিয়ার

১৫ই আগষ্টের প্রতিবাদ আজ ঘরে ঘরে—প্রতিকার ধ্বনিত হচ্ছে বামপন্থী মিলনে

—ভবঘুরে

ঘুম হতে উঠেই তেরঙ্গা সরকারী পতাকা চিহ্নিত খবরের কাগজ হাতে হকারের হাঁক ডাকে বেশ বুঝতে পারলাম—আজ ১৫ই আগষ্ট, সরকার ঘোষিত স্বাধীনতা দিবস। ইচ্ছা হ'ল ঘরে বসে না থেকে ভারতের মহানগরী-কলিকাতা একবার ঘুরে আসি। আমি ভবঘুরে বেকার আমার পক্ষে আনন্দ করা সম্ভবও নয় শোভনও নয়। রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম আমারই মত হতভাগ্যদের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করার জন্য। পার্কসার্কাস থেকে হেঁটে হেঁটে কিছুদূর এগিয়ে লোয়ার সারকুলার রোডে এসে পড়লাম। বিস্মিত হ'লাম আজকের দিনে একখানাও তেরঙ্গা পতাকা না দেখে। হয়তো আমার বিস্ময় কাটাবার জন্যই লক্ষীর বর-পুত্রের দল এক রকম চাপা দেওয়ার উপক্রম ক'রে কয়েকখানা তেরঙ্গা পতাকা শোভিত দামী ও সুন্দর মোটর গাড়ীর কাদা ছিটিয়ে চলে গেল। হাঁটা আর হোল না হাওড়াগামী ট্রামের পাদানীতে উঠে পড়লাম।

মৌলালীর মোড়ে দরগার উপর চোখে পড়ল তেরঙ্গা নিশান। দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ট্রামের সহযাত্রী কটাক্ষ করলেন, মিঞাসাহেবদের দাপট এবার কংগ্রেসী রাজত্বে মিনমিনে হয়ে গেছে। তর্ক করলাম না সহযাত্রীর সঙ্গে, মনে পড়লো কংগ্রেস নেতাদের সংখ্যা লঘুদের রক্ষা করার মৌখিক প্রতিশ্রুতি এবং ধর্ম্ম নিরপেক্ষ ত্রের আসল ছবি—কাজে কতখানি অসহায় ও পরাজিতের মনোভাব হলে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আচরণ ভিন্ন প্রকৃতির নিশানা দেয়।

এগিয়ে চললাম—শিয়ালদা ষ্টেশানে। পত পত করে তেরঙ্গা পতাকা আকাশে উড়ছে—যেন ইংরাজ আমলের সাথে দেশী শাসকদের পার্থক্য ঘোষণা করতে। ট্রাম থেকে নেমে দশ গজ পথও যাইনি—দেখলাম কতকগুলো লোক এক জায়গায় বৃত্তাকারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে এগুতে এগুতে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি ? অন্য একজন মধ্যবয়সী লোক বললেন—৪ বছরের একটি শিশু না খেয়ে মারা গেল মশায়।—হঠাৎ খেয়াল হল আমাদের শিশুরাষ্ট্রের বয়সও তো এবার চার পূর্ণ হল। ষ্টেশানের দিকে তাকালাম এর মধ্যে তেরঙ্গার প্রাণবায়ু রয়েছে তো—নিশ্চিন্ত হলাম পতপত করে তখনো তেরঙ্গা পতাকা আকাশ ছুঁয়ে উড়ছে দেখে। আশ্চর্য্য একটা ভাব মনে এলো ফুটপাথের মৃত শিশু আর ক্ষমতার গর্ব্বে মদমত্ত পতাকার আলোড়ন। সবই বাতাস কোন দিকে বইছে তার উপর নির্ভর করছে।

হ্যারিসন রোডে যেয়ে বাসে উঠে বসলাম। বাসের দরজার কাছে জানালার দিকে মুখ করে বসেছি। বাস চলতে লাগল। দেখলাম কয়েকটা বড় বড় দোকানে ও হোটেলে তেরঙ্গা পতাকা উড়ছে। বাসযাত্রীদের মুখগুলি পতাকার রঙ্গে রঙ্গীন কিনা লক্ষ্য করছি হঠাৎ চমক ভেঙ্গে গেল পায়ের উপর একটা আচমকা টান পড়ায়—মুখ ঘুরাতেই চোখে পড়লো দুটী ৮।১০ বছরের অর্দ্ধনগ্ন অপরিচ্ছন্ন মেয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে 'খিদে পেয়েছে বাবু একটী পয়সা' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। বাস ষ্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা পা ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো—আমাকে দারিদ্র্যের জ্বালা নেবান'র অক্ষমতার দংশন হতে অব্যাহতি দিয়ে। কিছুদূর এসেই চোখে পড়লো কোন এক নামকরা মাড়োয়ারীর প্রাসাদের ফুটপাথে 'লাইনবন্দী' দাঁড়িয়ে থাকা নরনারীর দল। প্রথমে সন্দেহ হল রেশন সপ-এর লাইন হয়তোবা ভুল ভেঙ্গে গেল দরজার গোড়ায় মুষ্টি ভিক্ষার আয়োজন দেখে—একটা মোচড় দিয়ে উঠল বুকের মাঝখানটায়—এই দরিদ্র জনসাধারণের রক্তে অর্জ্জিত স্বাধীনতার ফল হাতে হাতে দেওয়ার নমুনা দেখে।

বড় বাজারের কাছাকাছি এসে বাস থেকে নেমে পড়লাম। দোকান, গুদাম, আড়ৎ, সরকারী পতাকায় শোভিত, রং বেরংয়ের কাগজে সুসজ্জিত। দোকানের দরজায় 'স্বাগতম' লেখা—ভেতরে ধব্‌ধবে সাদা গদি ও তাকিয়া দেয়ালে মাল্য শোভিত মহাত্মার প্রতিকৃতি, তাহারই নীচে ছোট টেবিলের উপর রেডিও সেট। রাস্তায় চকচকে মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে। কানে এলো অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বাছাই করা মিহি গলার সুর, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শোনা পোষায় না বলে সরে পড়লাম।

হেঁটে এসে ষ্ট্রাণ্ড রোড ধরে ডালহৌসীতে ঢুকে পড়লাম। গোলদীঘির চারিদিকে পতাকা শোভিত সুউচ্চ ম্যানসান—স্বাধীনতার গর্ব্ব বেশ জমকালো করে রক্ষা করেছে এ অঞ্চলটা। গোলদিঘী প্রদক্ষিণ করে রাজ্যপালের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম ফটক দিয়ে সুন্দর সুন্দর গাড়ীর যাতায়াত। ভেতরে পতকা উত্তোলন, সুত্রযজ্ঞ ব্যাণ্ড, খানাপিনা, কত কি ! আবার চমক ভেঙ্গে গেল যখন নারী কণ্ঠে শুনতে পেলাম "কিছু ভিক্ষা চাই বাবা, আমরা বাস্তহারা"।

কিছুদূরে হেঁটে যেয়ে একটা বড় হোটেলের কাছ দিয়ে যেতেই ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। খেয়ে দেয়ে হোটেল থেকে কয়েকজন স্যুট্ পড়া দেশী-বিদেশী সাহেব বেড়িয়ে আসছিলেন। এ যাত্রা ধাক্কাটা সামলে নিলাম একটা লাইট পোষ্ট ধরে। এ সব হোটেলে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত দেশী কালা আদমীদের প্রবেশ নিশেধ ছিল—স্বাধীন ভারত এ নিষেধ উঠিয়ে দিয়েছে—বিদেশীর সমান তালে পা ফেলে চলেছে।

তখন বেলা প্রায় একটা। বাকী মেটাবার সামর্থ্য যতদিন না হচ্ছে মেসে ফিরে উদর পুর্তির কোন সম্ভাবনাই নাই পকেটে হাত দিয়ে গুণে দেখলাম যা পুঁজি আছে তাতে চৌরঙ্গি অঞ্চলের কোন সাধারণ রেঁস্তোরায় ঢোকার ছাড়পত্র মিলবে কিনা—অগত্যা রাস্তার পারে পাঁড়েজীর বিশুদ্ধ মটরভাজা সহযোগে করপোরেশনের পানীয় দিয়ে পৈত্রিক দেহটাকে চাঙ্গা করে নিয়ে সামনের গাছতলায় বসে একটা বিড়িতে আগুণ জ্বালিয়ে আমেজের টান দিচ্ছি। হয়তো বা একটু ঝিমানোর ভাব এসে গেছে হঠাৎ ঘোর কেটে গেল লরীর ঘরঘর ও লোকের স্বাধীন ভারত কী জয় শব্দে, চেয়ে দেখি মালিকদের লরী বোঝাই হয়ে কিছু লোক সরকার ও স্বাধীনতার নিলর্জ্জ জয়ধ্বনি করতে করতে সহর পরিভ্রমণ করে মাঠের দিকেই এগিয়ে আসছে। লরী থামতেই উৎসুক হয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—লরী থেকে এক জন লোক নেমে এসে আমার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিকট চীৎকার করে উঠলো 'বলো স্বাধীন ভারত কী জয়' লোকটার মুখ থেকে দমকা একটা বিশ্রী উৎকট গন্ধ বেরিয়ে এসে স্মরণ করিয়ে দিল এদের অপ্রকৃতস্থ অবস্থার কথা। মুখ ফিরিয়ে নিতেই চোখ পড়ল গড়ের মাঠে, মাইক্রোফোন ফিট করা হচ্ছে—প্রসস্ত মঞ্চও তৈরী হয়ে আছে কংগ্রেসের মিটিং হবে। ১৫ই আগষ্টের কলঙ্কিত ইতিহাসকে গলাবাজী দিয়ে ঢাকবার ব্যর্থ প্রয়াস। মালিকদের, চাকুরিয়াদের বড় বড় ব্যবসায়ীদের মোটরের ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে। একপা একপা করে এগুচ্ছি চোখে পড়ল চলচ্ছক্তিহীন এক বৃদ্ধ আইসক্রিমের ফেলে দেওয়া একটা কাঠি চুষছে। মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তৃতা সোনা আর হোল না।

চলে এলাম বহুদিনের, সওদাগ অফিসের সহকর্ম্মী চিন্তামনির বেলেঘা বাসায়, ভাবলাম ওর চাকরীটা যখন এখ আছে এমন দিনে একটু চা এর বন্দো আর খোসগল্প করা যাবে। দরজায় ধা দিতেই চিন্তামনির সদাহাস্যমুখ অ চিন্তান্বিত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপ কিরে ? উত্তরে জানতে পারলাম গতক ওকে ছাটাই করে দিয়েছে—অফিসের ছা যে তেরঙ্গা পতাকা উঠবে তা কিন অস্বীকার করায়, অবশ্য লোকের প্রয়ো নেই এই অজুহাত দিয়ে। একটু চা করার চেষ্টা করায় ম্লান হেসে চিন্তাম জবাব দিল এ অবস্থা তোর আমার : কেরানীদের প্রতিদিনকার ঘটনা দাড়িয়েছে তা জানি কিন্তু একে এইভ চলতে দিলে সবই তো একে একে যাবেরে। দেখলাম ওকে এবার পলিটিক্সে পেয়েছে। অন্য কথা পেড়ে ওকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম; আমাদের পাশ দিয়ে একটা শোভা-যাত্রা বেরিয়ে গেল "লাল ঝাণ্ডা" ও "ভুয়া স্বাধীনতার প্রতিবাদমূলক" প্রচার পত্র নিয়ে। "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" প্রভৃতি ধ্বনি করতে করতে। এই শোভাযাত্রার পরিসম্পাপ্তি ঘটে মৎসমন্ত্রী হেমনস্করের গৃহের সন্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। চিন্তামনি সংবাদ দিল নেতাজীর অবর্ত্তমানে ফরওয়ার্ড ব্লক যেভাবে ভেঙ্গে চৌচির হচ্ছিল এবার নাকি জোড়া দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, যুক্ত ফরওয়ার্ড ব্লক ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রতিবাদ সভা ডেকেছে। চলে এলাম ওয়েলিংটনে, সভায় সভাপতিত্ব করছেন শ্রীনান্টুঘোষ এবং প্রধান বক্তা শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দোপাধ্যায় ভূয়া স্বাধীনতার ও কংগ্রেসী প্রবঞ্চনার তীব্র নিন্দা করেন। বহু আশা করে এসেছিলাম কংগ্রেসী প্রবঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির উপায় জেনে নিতে পারবো বলে কিন্তু হতাস হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ছাপা পোষ্টার ট্রামের গায়ে চোখে পড়লো আর, এস, পি'র, উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গণ-প্রতিবাদ দিবসের জন্য সভা। এগিয়ে গেলাম শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মনে একটা খটকা রাস্তায় আসতে আসতে হচ্ছিল যে গণ-প্রতিবাদ দিবস অথচ একটী মাত্র দল উদ্‌যাপনের প্রয়াস করছে, আমাদের দেশে কি বামপন্থী দল বা গণ প্রতিষ্ঠানের এতই অভাব ঘটলো ? দেখলাম এই সভা একান্ত ভাবেই আর, এস, পি'র দলীয় সভা হিসাবে পলিত হচ্ছে। সভার সভাপতি শ্রীমাখন পাল এবং এই দলের বিভিন্ন

নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসী সরকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ জানান। সেখান থেকে বেরিয়ে ভাবলাম এবার কোথা যাই চোখে পড়লো প্রাচীরগাত্রে কয়েকটি পোষ্টার পাশাপাশি রয়েছে একটী কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে মহম্মদ আলী পার্কে জনসভা অন্যগুলো ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার, ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিষ্ট)ও বলশেভিক পার্টির উদ্যোগে জনসভা। মহম্মদ আলী পার্কেই গেলাম দেখি কমরেড মুজাফর আহমদের সভাপতিত্বে সভা হচ্ছে। কমরেড জেড, এ, আহমদ ও জ্যোতি বসু কংগ্রেসী দুঃশাসনের অবসান ঘটাবার জন্য ঐক্যের আহ্বান দেন। সেখান হতে ভাবলাম বামপন্থীদের আওয়াজ শুনে যাই, হাজরা পার্ক হতে। পথে আসতে আসতে মনুমেণ্টের অল্প দূরে শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে আর, সি, পি, ফরওয়ার্ড ব্লক (লীলা রায়) সোস্যালিষ্ট পার্টি আগামী নির্ব্বাচনী ঐক্যের ভিত্তিতে কংগ্রেসী শাসনের প্রতিবাদে এক সভার আয়োজন দেখতে পাই।

হাজরা পার্কে ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার, ফরওয়ার্ডব্লক (মার্ক্সিষ্ট)ও বলশেভিক পার্টির উদ্যোগে মিলিত সভায় এস, ইউ, সি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেন দীর্ঘ ৬০ বৎসরের আন্দোলনকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে জাতীয় নেতারা এক কলঙ্কময় ইতিহাস রচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন "জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণীর দুঃশাসনের অবসান ঘটানোই সুখী শান্তিপূর্ণ জীবন আনার একমাত্র পথ। কিন্তু কেহ যদি মনে করেন নির্ব্বাচনের মারফৎ ক্ষমতা গ্রহণ করেই সেটা সম্ভব তাহলে সেই ধারণা অত্যন্ত ভুল—এর জন্য চাই বিপ্লব, এবং তার জন্যই প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর সঠিক দল এবং শক্তিশালী সংগঠন। সেই সংগঠনকে বেছে নেওয়া এবং তাকে গড়ে তোলাই এই দিনের বিশেষ তাৎপর্য্য"।

অতঃপর কমরেড ঘোষ বলেন যে মার্কসবাদকে জীবন দর্শন হিসাবে গ্রহণ, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন দৃষ্টি, প্রতিক্রিয়ার হাত হ'তে আত্মরক্ষা ও জনগণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিটি ধারার গুরুত্ব উপলব্ধিই হ'বে জনগণের শিক্ষা।

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জী দুঃখ করে বলেন যে এস, ইউ, সি'র পক্ষ হইতে সকল বামপন্থী দলকে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ দিবস পালনের জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু এই অনুরোধে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

পুলিশ সাহেব না লাট সাহেব

অশৌচ পালনের জন্য কেরানীকে অফিস হতে বহিষ্কার

(সংবাদদাতা)

পুলিশ বিভাগের বড় কর্ত্তাদের মেজাজ যে আজকাল লাটসাহেব সুলভ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রমাণ কথায় কথায় পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি ২৪পরগণা জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট গোপাল দত্ত এই রকম এক ব্যবহার করেছেন; তাঁর আলিপুরস্থ অফিসের জনৈক কেরানী তাঁর বাবার মৃত্যুতে অশৌচপালন অবস্থায় অফিসে আসেন। ভদ্রলোকের সেই অবস্থায় সাধারণ লোকের সহানুভূতিই হয়। কিন্তু পুলিশ সাহেবরা সাধারণ লোক নন তাই সুপার সাহেব কেরানীটির অশৌচ নিয়ে নানারকম অসম্মানজনক ইঙ্গিত করতে থাকেন। কেরানী ভদ্রলোকটি এই সব কথার কোন জবাব না দিয়া নিজের কাজ করে যেতে থাকেন। অবশেষে তাঁকে অত্যন্ত অভদ্রভাবে বলা হয়—"আপনি কি কালা নাকি, যে জবাব দিচ্ছেন না।" এর উত্তরে ভদ্রলোক অশৌচ পালনের কারণ বললে সাহেব খেপে উঠে বলেন—"কি আমার সামনে জবাব দেওয়া! বেরিয়ে যান অফিস থেকে।" ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে অস্বীকার করলে সেপাই ডেকে তাঁকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। এই অভদ্র ব্যবহারের প্রতিবাদে অফিসের সমস্ত কেরানী অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। ব্যাপার গুরুতর বুঝে পুলিশ কর্ত্তা কর্মচারীটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করায় সকলে কাজে যোগ দেন।

হাজরা পার্কের মিলিত সভায় শ্রীশীলভদ্র যাজী বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই তথাকথিত আজাদীর মুখোস খুলে ধরেন। বলশেভিক পার্টির পক্ষ হইতে কমরেড তারাদাস দেশদ্রোহী সরকারের পতন ঘটাবার জন্য বামপন্থী ঐক্যের আহ্বান জানান।

সারাদিনের পরিশ্রম জনিত ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। তাড়াতাড়ি বাসার দিকে ফিরলাম। রাতে হয়ত পেটে কিছু পড়বে না—তবু তো মাথা গোঁজবার স্থানটুকু হবে। কি ভাবতে ভাবতে চলছিলাম কে জানে—হঠাৎ কখন অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—এই না হ'লে স্বাধীনতা। বেঁচে থাকুন মাউণ্টব্যাটন সাহেব, বেঁচে থাকুন পণ্ডিতজী, দীর্ঘজীবি হ'ক তাঁদের গান্ধীর মন্ত্রপূত—স্বাধীনতার গাঁটছড়া। নিজের কথা নিজের কানে যেতে খেয়াল হল—বলছি কি। শেষে কি আজকের দিনটা ফটকে কাটাতে হবে। পা চালিয়ে চলি ডেরার দিকে।

বাংলার মানুষ না খেয়ে মরুক

বিড়লা-গোয়েঙ্কা-সুরজমল-ওয়াকারের দলের পেট ভরাতেই হবে

পশ্চিম বাংলায় ১লাখ একর জমিতে ধানের বদলে পাট চাষের আদেশ

যে সরকার দেশবাসীর ভাল চায় সে সরকারের সমস্ত কিছু নীতির মূলে লক্ষ্য থাকে দেশের লোকের কিসে ভাল হবে। আর এই ভাল হওয়ার সব চেয়ে গোড়ার কথা হ'ল খাওয়া-পরার কথা। যে সরকার দেশবাসীকে খাওয়া পরার ব্যবস্থা দিতে পারে না সে সরকারের টিকে থাকার কোন ন্যায় সঙ্গত অধিকারই নেই। জনসাধারণের পূর্ণ অধিকার আছে সেই ধরণের অপদার্থ জনস্বার্থবিরোধী সরকারকে উচ্ছেদ করার। আমাদের দেশের কংগ্রেসী সরকার হ'ল সেই জাতীয় সরকার। জনসাধারণকে এরা শুধু খেতে পরতে দিচ্ছেনা তাই নয়, উপরন্তু এমন সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে দেশবাসী চিরকাল নিরন্ন থাকতে বাধ্য হয়। পশ্চিম বাংলা সরকারের সাম্প্রতিক এক আদেশ সেই কথা প্রমাণ [illegible] ব।

দেশ বিভক্ত হবার পর বাংলা দেশের অবস্থা হয়েছে সবচেয়ে খারাপ। খাদ্য বিষয়ে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ অচিন্তনীয় ভাবে কষ্ট পাচ্ছে। দিনের পর দিন রেশনের পরিমাণ কমছে, ভাত মাছ খাওয়া বাঙালীর কপালে কংগ্রেসী সরকারের দৌলতে ঐ দুটা জিনিষ মিলছে না। এমন অবস্থায় উচিত দেশে যাতে ধানের ফসল বাড়ে তার ব্যবস্থা করা। এর জন্য যেমন উন্নত ধরণের কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা দরকার তেমনি আবাদী জমির পরিমাণও বাড়িয়ে যেতে হবে। এই নীতির সঙ্গে জমিদারী বিলোপ ও চাষীর হাতে জমি, সমবায় ও যৌথ কৃষি পত্তন, বিনা বা নাম মাত্র সুদে কৃষককে কৃষি ঋণ ইত্যাদি কৃষি নীতির আবশ্যক কাজগুলি করলে দেশের লোক খেয়ে বাঁচতে পারে, দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেতে পারে। এই সব কাজ করা দূরে থাকুক পশ্চিম বাংলার বিধান সরকার উল্টে আরো ধানের আবাদী জমি কমিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছে।

গত বছর পশ্চিমবঙ্গে ৪লাখ ৩৫হাজার একর জমিতে পাট চাষ হয়েছিল। এ বছর আরও ১লাখ একর ধান চাষের বদলে পাট চাষ করা হবে বলে আদেশ দেওয়া হয়েছে। বেতার মারফৎ পাটের লাভ সম্বন্ধে বক্তৃতাবাজীও চলেছে। এই যে প্রতি বছর পশ্চিম বাংলায় ধানের বদলে পাট চাষ বাড়িয়ে চলা হচ্ছে তাতে লাভ হচ্ছে কার? পাটচাষীর, জনসাধারণের না বিড়লা-গোয়েঙ্কা-সুরজমল-ওয়ারকার মাড়োয়াড়ী ও ইংরাজ পুঁজিপতিদের? পাটের ব্যবসার ইতিহাস খোঁজ নিলে দেখা যাবে পাটচাষীর কপালে দুঃখের বোঝা আগের মতই জেঁকে বসে আছে, দেশবাসী খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে মরছে আর লাভ লুটছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি গোষ্ঠি। গত বছর জাহাজী কোম্পানীগুলি এই বাবদে শুল্ক হিসাবে কমপক্ষে ২৫ কোটী টাকা রোজগার করেছে, পাটকল সমিতির কর্ত্তারা হিসাব মতে বিরাট লাভ ছাড়াও চোরা কারবারে ১০০ কোটী টাকা কামিয়েছে। মোট আয়ের শতকরা ৯৫ ভাগের বেশী এই সব রাঘব বোয়ালদের পেটে যায় আর তার বিনিময়ে জনতাকে না খেয়ে মরতে হয়। এর নাম কংগ্রেসী খাদ্যনীতি।

কথায় কথায় কংগ্রেসী বড় কর্ত্তারা বলেন—পাট হচ্ছে ভারতবর্ষের Cash Crop ডলার ক্রেডিট বাড়ানর উপায়। সুতরাং দেশের লোক না খেতে পেলেও পাট চাষ করতে হবে। এ কথার কোন যুক্তি নেই, নেহাৎই কথাটা ছেঁদো কথা। যে কোন ভাল সরকারের লক্ষ্য হ'ল শিল্পশস্যের আগে খাদ্য শস্যের দিকে মন দেওয়া, কারণ জনতা যদি খেতেই না পায় ডলার জমিয়ে কি হবে? যদি এমন হ'ত যে, খাদ্য কিনতে যা খরচ হয় তার চেয়ে পাট চাষে বেশী লাভ থাকে তাহ'লে তবু কথা ছিল। ভারতীয় মুদ্রার মূল্য কমিয়ে দেওয়ার ফলে বর্দ্ধিত জমিতে পাট চাষ করেও আগের মত ডলার জমছে না, উপরন্তু প্রত্যেক বছরে উত্তরোত্তর খাদ্যদ্রব্য আমদানী করার পরিমাণ বাড়ছে। বছরে ২০০ কোটী টাকার খাদ্যদ্রব্য এনেও ভারতবাসী খেতে পাচ্ছে না, অথচ পাট চাষ থেকে সরকারের আয়ের পরিমাণ এর আট ভাগের এক ভাগের মত।

আদতে কংগ্রেসী সরকারের মতলব হ'ল বিদেশী ও দেশী কোটীপতি ব্যবসায়ীদের পকেট ভর্ত্তি করা, তাতে জনতাকে উপোস যদি করতে হয় তাহ'লে তা তাদের করতে হবে। বাংলাদেশ ছাড়াও এখন পাট চাষ হচ্ছে অন্য রাজ্যগুলিতে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশে পাট চাষ ভালভাবে হতে পারে প্রমাণিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় এমন বহু অনাবাদী পতিত জমি আছে যেখানে পাটের চাষ ভালভাবে হতে পারে। এই সব অঞ্চলগুলিতে সুপরিকল্পিতভাবে পাট চাষ করলে ভারতবর্ষকে কাঁচাপাট বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না এবং তার ধানের আবাদী জমিতে পাট চাষ করে দেশের লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার দরকার পড়ে না। কিন্তু কংগ্রেসীরাজ তা চায় না। জমিদার, কলওয়ালাদের স্বার্থে কালোবাজারী তাকে টিকিয়ে রাখতেই হবে। তাই চলেছে জনতার পেট কেটে সাদা ও কালো কোটীপতিদের পকেটভর্ত্তির কংগ্রেসী খেল।

ভুয়া স্বাধীনতার প্রতিবাদে সারা দেশ মুখর

(সংবাদদাতা)

১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর সাথে আপোষে ভাগ-বাটোয়ারা করে ভারতের ধনিক-মালিক, জমিদার-মহাজনদের প্রতিনিধি কংগ্রেস ও লীগ দেশকে 'হিন্দুস্থান' ও 'পাকিস্থান' বিভক্ত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় উজ্জ্বল ইতিহাসে এই দিনটি তাই জন-সাধারণের কছে কলঙ্কের দিন, ভুয়া স্বাধী-নতার প্রতিবাদের দিন। ১৫ই আগষ্টের ভুয়া স্বাধীনতার প্রতিবাদ তাই দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত উত্থিত হয়েছে।

কলিকাতা ঃ—

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কলিকাতা জিলা কমিটি, ভারতের ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিষ্ট) ভারতের বলশেভিক পার্টি যুক্তভাবে হাজরা পার্কে বিকাল ৫টায় কমরেড স্বধা রায়ের সভানেতৃত্বে এক যুক্ত সভা হয়। সভায় এস, ইউ, সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা কমরেড যাযী, বলশেভিক পার্টির কমরেড তারা দাস; এস, ইউ, সির নেতা কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, গায়ত্রী দাসগুপ্তা, অশোক ঘোষ, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভুয়া স্বাধীনতার বিরোধীতা এবং মুক্তি আন্দোলনের শক্তি সমাবেশের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে বক্তৃতা করেন।

বেলুড়-হাওড়া ঃ—

১৫ই আগষ্ট সকালে বেলুড় পার্কে 'ভুয়া স্বাধীনতার প্রতিবাদ দিবস পালন কমিটির উদ্যোগে শ্রীকাত্তিকচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। হাওড়ার বিশিষ্ট মজদুর নেতা ও এস, ইউ, সি'র হাওয়া জিলা সম্পাদক কমরেড উৎপল রায় ভুয়া স্বাধী-নতার স্বরূপ ব্যখ্যা করে জনগণের কর্ত্তব্য ও চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে আহ্বান করে। সভাপতি শ্রীদত্ত জনগণকে ও বামপন্থী দলগুলোকে ঐক্যের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাতে নির্দ্দেশ দেন।

মনিরতট-২৪পরগনা ঃ—

১৫ই আগষ্ট মনিরতট কিশোর লাইব্রেরীর কার্য্যালয়ে 'প্রতিবাদ দিবস' মোঃ মনসুর মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এস, ইউ, সি'র স্থানীয় সংগঠক কমরেড আবদুল ওয়াব নস্কর কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস-ঘাতকতার ইতিহাস বর্ণনা করে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য জনগণকে সক্রিয় হতে আহ্বান করেন। ২৪পরগনা জিলা ক্ষেত মজুর ফেডারেসনের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড মজিবর রহমান, স্থানীয় শিক্ষক শ্রীঅনিল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

জয়নগর মজিলপুর, ২৪পরগনা ঃ—

১৫ই আগষ্ট স্থানীয় এস, ইউ, সি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং গণপ্রতিষ্ঠান মিলিত ভাবে এক শোভাযাত্রা ক'রে ভুয়া স্বাধীনতার প্রতিবাদ জানান।

বাংলার প্রতিটি শহর ও গ্রা... ভুয়া স্বাধীনতার প্রতিবাদে সভ... সোভাযাত্রা, প্রাচীরপত্র, শোক... প্রতিক কালো পতাকা এবং ... গণের মুক্তির নিশানা লাল নিশ... উত্তোলন করে।

কটকে ভুয়া স্বাধীনতার প্রতিবাদে জনসভা ঃ—

কটক সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারে... উদ্যোগে ধরমশালা থানার অন্তর্গত মধুব... হাটে এক বিরাট জনসভা এস, ইউ, সি'র উড়িষ্যা রাজ্যের সংগঠক কমরেড গগনপট্ট-নায়কের সভাপতিত্বে (প্রবল বারিপাতে... ফলে ১৫ আগষ্টের এই সভা) ১৮ই আ... অনুষ্ঠিত হয়।

এস, ইউ, সি'র কেন্দ্রীয় কমিটির স... কমরেড শচীন ব্যানার্জী ভুয়া স্বাধীন... স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে আগামী স... বিপ্লবে জনগণের দায়িত্ব বুঝে নিতে আহ... করেন। সভায় কমরেড দাশরথী ক... প্রদেশের জনতার দুর্দ্দশার ক... উল্লেখ করে বলেন যে শ্রমিক... সত্যিকারের মার্কসবাদী দল এস, ইউ, সি'র নেতৃত্বে সমাজ বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাও-য়ার মধ্যেই রয়েছে ধনিক শ্রেণীর চক্রান্ত ব্যর্থ করার ইঙ্গিত।

সভাপতি পট্টনায়ক উড়িষ্যার গণ-আন্দো-লনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

ঘাটশীলা (সিংভূম) বিহার

১৫ই আগষ্ট, এস, ইউ, সি, ফরোয়ার্ড ব্লক, সংযুক্ত কিষাণ সভা প্রভৃতি বামপন্থী দল ও গণ সংগঠন মিলিতভাবে বিহার সংযুক্ত কিষাণ সভার সহ-সভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা স্থানীয় বাজারে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিহার এস, ইউ, সি'র নেত... কমরেড হীরেন সরকার, আদিবাসী নেত... বাহাদুর মানঝি, ঝংকার পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর পাণ্ডে, গোপেশ নারায়ণ দেও... কৃষ্ণা চৌবে প্রভৃতি কংগ্রেসী দুঃশাসনে... অবসান ঘটানর জন্য জনসাধারণকে বৈপ্ল... বিক আন্দোলনে এগিয়ে আসতে আহ্বা... ক'রে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি কমরেড চন্দ কংগ্রেসের চর... বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস বর্ণনা ক'... জনগণের সংযুক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য্য গুরুত্ব এবং শক্তি ব্যাখ্যা ক'রে প্রদেশে... এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সংযুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

"ভুখা মিছিলে পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলুন"

প্রতিবাদে সভায় কমরেড সুবোধ ব্যানার্জির উদাত্ত অহ্বান

ভুখা মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ্জ ও নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার

২৮সে আগষ্ট ক্ষেতমজুর ফেডারেশন ও এস, ইউ, সির যুক্ত নেতৃত্বে পরিচালিত ভুখা মিছিলের উপর পুলিশ যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার প্রতিবাদে ১লা সেপ্টেম্বর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কলিকাতা জিলা কমিটির উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক জনসভা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সভাপতি ও ভুখা মিছিলের নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জি। তিনি ২৮সে তারিখের ঘটনাকে বিস্তৃতভাবে বলেন এবং এই ধরণের বিভিন্ন খাদ্য আন্দোলনকে সংহত ও সংঘবদ্ধরূপ দিবার নির্দ্দেশ দেন।

সভায় পুলিশ জুলুমের নিন্দা করিয়া ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সম্পাদক কমরেড সুধীর ব্যানার্জি স্থানীয় সংগঠক পাঁচুগোপাল কাঁসারী, ছাত্রনেতা সুকোমল দাসগুপ্ত প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা দেন।

সভায় পরবর্ত্তী সভাপতি ভুখা মিছিলের অন্যতম নেতা কমরেড নীহার মুখার্জি নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ঃ—"ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিষ্টি সেণ্টারের কলিকাতা জিলা কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা নাগরিকদের এই সভা গত ২৮শে আগষ্ট ডালহৌসী স্কোয়ারে ক্ষেতমজুর ফেডারেশন ও সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের যুক্ত নেতৃত্বে পরিচালিত ভুখা মিছিলের উপর লাঠিচার্জ্জ ও নেতাদের গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এই সভা গত ২৫শে আগষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে একই ধরণের মিছিলের উপর পুলিশী অত্যাচারকেও তীব্র নিন্দা করিতেছে।

এই সভা দাবী করিতেছে যে সরকার যেন অবিলম্বে ভুখা চাষীদের সমস্ত দাবী মানিয়া লয় এবং খাদ্য সমস্যাকে যুদ্ধ সমস্যার ন্যায় জরুরী সমস্যা হিসেবে সমাধান করে। এই সভা জনতার খাদ্য আন্দোলনকে সংঘবদ্ধভাবে চালাইবার জন্য, পাড়ায় পাড়ায় খাদ্য কমিটি গঠন করিতে ও আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে সকলকে আহ্বান জানাইতেছে।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিকসন লেন, হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।